উৎসব এবং প্রিয় হৈমন্তী শুক্লা

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

‘এমন স্বপ্ন কখন দেখিনি আমি, মাটিতে যে আজ স্বর্গ এসেছে নামি-, এই গানটি শুনেই আমার কিশোরী বয়সে হৈমন্তী শুক্লার সাথে প্রথম পরিচয়। গানটি মনে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে, পরবর্তী সময় যখনই গানটি শুনতাম স্মৃতি-জাগানিয়া পাখী মনের ভেতর উড়ে উড়ে বেড়াত। তারপর তার অনেক গানের সংগে পরিচিত হই। ভালোলাগাটা আরো বাড়তে থাকে। এই শিল্পী ১২ বছর আগে সিডনিতে প্রথম এসেছিলেন। তাকে কাছ থেকে দেখতে ও তার গান শুনতে গিয়েছিলাম অনেক আনন্দ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে। শিল্পীকে দেখে, তার মিষ্টি কথা এবং গান শুনে একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম। আবার যখন দীর্ঘ ১২ বছর পর বাংলা-সিডনি ওয়েব সাইটে দেখলাম উৎসব এর আমন্ত্রণে প্রিয় শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা ২৩শে জুন ২০১২ সিডনি আসছেন, কি যে ভালো লাগল। ১২ বছর পর আবারও দেখা হবে। প্রিয় গানগুলো আরো একবার শুনতে পাবো।

অনেক প্রতীক্ষার সময় পার করে ২৩শে জুন শীতের বিকালে রওনা হলাম স্যার জন ক্লেন্সি অডিটোরিয়ামে, হৈমন্তী শুক্লা সন্ধ্যা উপভোগ করার জন্য। সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিঃ এ অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমার বাসা থেকে এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাবো, আধা ঘণ্টা হাতে সময় রেখে বিকেল ৫টায় রওনা হলাম। সেদিন যেন M4 আর Parramatta রোডে গাড়ীর ঢল নেমেছিল, কিছুতেই গাড়ী নির্দিষ্ট গতিতে চলছিলনা। কেবলই মনে হচ্ছে পৌঁছতে পারবো তো ঠিক সময়ে। গাড়ীর সমুদ্র পেরিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন ৬টা ৪০। ভাগ্যিস অনুষ্ঠান তখনো শুরু হয়নি।

৭টা ৫ মিনিটে আশীষ বাবলু সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। বিখ্যাত তবলাবাদক, শিল্পীর দীর্ঘদিনের সাথী, চঞ্চল খান মঞ্চে এলেন। মন্দিরা আর ছোট ছোট অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এলেন জোতিব্রত মজুমদার (টুকুন)। এরপর এলেন প্রিয় শিল্পী - হৈমন্তী

শুক্লা। ১২ বছর আগে দেখা লাল টিপ পরা সদা হাস্যজ্জ্বল মুখটা সেই আগের মতোই আছে। দর্শকদের করতালির মাঝে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন মঞ্চে। স্মৃতিচারণ করলেন ১২ বছর আগের প্রথম সিডনিতে অনুষ্ঠানের সময়গুলো।

নজরুলগীতি দিয়ে তিনি গানের ডালা খোলেন। এরপর গান আর গানের মাঝে মিষ্টি-মধুর স্মৃতিচারণ করে বিমোহিত করে রাখলেন দর্শক শ্রোতাদের। উত্তমকুমারকে শিল্পীর প্রথম দেখার স্মৃতিচারণ দর্শকদের অসম্ভব আনন্দ দিয়েছে। 'আমি সে ও সখা' ছবির গানের রেকর্ডিং এর সময় স্টুডিওতে উত্তমকুমারকে দেখে মাঝপথে গান থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সুরকার ও গীতিকার ছুটে এলেন - কি হল হৈমন্তী? শিল্পী বললেন উত্তমকে দেখে - উনাকে একটা প্রণাম করবো।

দর্শকদের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে থাকে প্রিয় গান শোনানোর জন্য। "আমার বলার কিছু ছিল না" গানটির অনুরোধ এলে তিনি মজা করে বললেন, "এটা এখন রেখে দিচ্ছি, পরে গাইবো"। প্রথম পর্বে এক ঘণ্টা তিরিশ মিনিট গাইলেন প্রিয় সব গান।

আধা ঘণ্টা বিরতি পর ৯টা ১৫মিঃ 'আমার বলার কিছু ছিল না' গেয়ে শুরু করলেন দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। গানে গানে শিল্পী আমাদের ফেলে আসা দিনের স্মৃতিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কবিগুরুর গানের কলি মনের মাঝে ভেসে ভেসে আসছিল - 'তোমার গীতি জাগাল স্মৃতি, নয়ন ছল-ছলিয়া...'। তিনি একে একে তার বাবার গান, ঠুমরী, ভজন, কীর্তন এবং নিজের সুরারোপিত গান ক্লান্তিহীনভাবে একটার পর একটা গেয়ে শোনান। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ১২ বছরের ব্যবধানে একটু যেন নুইয়ে এসেছে কণ্ঠ। চঞ্চল খানের তবলার বোল দুকানে যাদু ছড়াচ্ছিল, কী যে ভাল লাগছিল! ছোট ছোট বাদ্যযন্ত্র দিয়ে টোকনবাবুও মাতিয়ে রেখেছিলেন অনুষ্ঠান। সম্প্রতি বাংলাদেশে রেকর্ডকৃত রবিঠাকুরের ভানুসিংহের পদাবলী গীতিনাট্য অনুসারে কবি হাফিজুর রহমান রচিত কীর্তনের কিছু কিছু অংশও গেয়ে শোনান তিনি। ৯০০ আসনের অডিটোরিয়াম। বেশ কিছু আসন শূন্য থাকায় কেমন যেন খালি খালি লাগছিল। 'আমার বলার কিছু ছিল না' 'ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়ো না', 'এখনও সারেঙ্গীটা বাজছে', 'ঠিকানা না রেখে ভালই করেছ বন্ধু'। এসব গান শোনার জন্য বার বার আমরা ফেলে আসা সেই সময়ে আকাশবাণী কলকাতা'র কাছে ছুটে ছুটে গিয়েছি। দর্শকের আসনের দিকে তাকিয়ে আমারও মনে এল সেসব দর্শকরা আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন? একটা বিষয় লক্ষ্য করছি - বাংলাদেশই হোক বা ভারতেরই হোক কোন শিল্পী প্রথমবার সিডনিতে এলে দর্শক-শ্রোতারা যেমন উচ্ছ্বাস আর আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, দ্বিতীয়বার তেমনটি করেন না।

শিল্পী শেষে একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন - 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলংকভাগী' যা ছিল এক কথায় চমৎকার। তৃপ্তিতে মন ভরে গিয়েছিল। হৈমন্তী শুক্লা সংগীত সন্ধ্যা 'উৎসব, এর আমেজ আর ভালোলাগা নিয়ে সমাপ্ত হলেও- এর রেশ কখনই শেষ হবে না। অনুষ্ঠানের শেষে শিল্পীদের ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করলেন ভারত বর্ষের কন্সাল শ্রী গৌতম রায়। তারপর- দিদি চলে

গেলেন, চেয়ে চেয়ে দেখলাম আমার বলার কিছু ছিল না, না গো - '। উৎসব এর আয়োজকদের ধন্যবাদ এমন সুন্দর একটি সন্ধ্যা উপহার দেয়ার জন্য।

পরদিন বল্কাম হিলস এর আভারি রেস্টুরেন্টের সৌজন্যে হৈমন্তী শুক্লার একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। অত্যন্ত চমৎকার এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে পরে লেখার ইচ্ছা আছে।